দৈনিক সংবাদ

12

তারিখ ... 22 AUG 1998 ... ...
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ... ৩ .....

ইংরেজি শিক্ষার ভিত শক্ত হওয়া দরকার

শফিউল আলম

র হামলা একটি বড় জায়গা দখল করেছিল। ই অনেকটা আবেগের বশেই আমরা বাংলাকে ক ধারণ করে অন্য ভাষার পাশাপাশি রেজিকেও নির্বাসনে দিয়েছি।

দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে দেশের শিক্ষা বস্থার উপর অনেক ধরনের পরীক্ষা-নীরিক্ষা য়ছে। ক্রমে ক্রমে ইংরেজি শিক্ষার উপর থেকে ত্ব প্রত্যাহৃত হয়েছে। সর্বস্তরে বাংলা চালু কর— শ্লোগানকে সামনে রেখেই এটি হয়েছে। কার্থীদের মধ্যেও মেরুকরণ হয়েছে। নীতি ক ও সম্পদশালীদের সন্তানেরা ইংরেজি স্কুলে - লেবেল, ও-লেবেলে পড়ে আর কিছু না হলেও ত ইংরেজি ভাষার উপর দখলটা পাকাপোক্ত রেছে। অন্যদিকে নিম্ন আয়ের মানুষের সন্তানেরা ীক্ষা পাসের জন্য একটি কোন রকম ইংরেজি ্যপুস্তক পড়েছে বা ইংরেজিকে এড়িয়ে যাওয়ার যাগ পেয়েছে। শুধু ইংরেজি শিক্ষার কথা বলে ত কি, আমাদের সম্পূর্ণ শিক্ষা ব্যবস্থার চামোটিই নড়বড়ে হয়ে গেছে। প্রাথমিক শিক্ষা, ধ্যমিক শিক্ষা, উচ্চ শিক্ষা সর্বক্ষেত্রেই ঘুন রছে। দূরত্ব বেড়েছে শহর ও গ্রামের শিক্ষার ধ্য, অনেক ক্ষেত্রেই গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয় ন কোন ক্ষেত্রে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর গা ক বেড়া খসে পড়ছে, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি ক্ষিত মাত্রার নিচে। শিক্ষকদের অবস্থাও আরও া। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অনেক শিক্ষককেই আসার আগে নিজের ক্ষেতটা একটু নিড়িয়ে ত হয়, গরুটাকে বেঁধে রেখে আসতে হয়। র অনেক মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষকের বেলায়ও সত্যি। কারণ অর্থনেতিক দূরবস্থা। শুধু কতার বেতন দিয়ে চলে না। গ্রাম ও শহরের ক নির্বিশেষে অধিকাংশই প্রাইভেট টিউশনি ত শুরু করেছে। কেউ কেউ কোচিং সেন্টার বসেছেন। আজকে শিক্ষাটা অনেকটাই হয়ে ছে পরীক্ষা পাস করা, পরীক্ষায় ভাল করার ন্তে। তাতেই আজকাল স্কুল-কলেজের কেরাও শেখানোর পরিবর্তে ভাল ফল করার বাতলে দিতে ব্যস্ত। ছাত্রছাত্রীরাও বেছে বেছে নির্দিষ্ট বিষয় মুখস্থ করে পরীক্ষার খাতায় রে দিয়ে ভাল ফলাফল করার চেষ্টা করছে ানিশি। কেউ কেউ আবার নকলে হাত পাকাচ্ছে। করা স্কুল কলেজে ভালমত না পড়িয়ে তাদের ভেট টিউশনি বা কোচিং সেন্টারে ছাত্র আসার সুগম করছেন। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক ক্ষায় ইংরেজি বিষয়ের দিন গ্রাম ও মফস্বলের ক্ষা কেন্দ্রগুলোতে ইংরেজি শিক্ষক বা যারা টামুটিভাবে ইংরেজি লিখতে জানে তাদের কদর ড় যায়। তাদেরকে খাইয়ে দাইয়ে, টাকা-পয়সা , গাড়ি ভাড়া করে পরীক্ষা কেন্দ্রের পাশে নিয়ে য়া হয় নকল সরবরাহের জন্য। সেই সরবরাহের তে অনেকেই ইংরেজি পরীক্ষায় উতরে যায়। কেউ ভালও করে ফেলে।

অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে আমি কেন ইংরেজি শিক্ষার জন্য ওকালতি করছি। মাতৃভাষার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছি কিনা? অনেকে যুক্তি দেখাতে পারেন অনেক উন্নত দেশ বিশেষ করে জাপান, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া এরা তো ইংরেজি শিক্ষার উপর জোড় দেয় না, আমরা দিব কেন। কেউ কেউ আবার একধাপ এগিয়ে আমাকে নয়া উপনিবেশবাদের দালাল বলতে পারেন। তবে এটুকু বলতে পারি এই দেশগুলোর সমাজ-বাস্তবতা আমাদের চেয়ে আলাদা। তাই তাদের সাথে তুলনা করে বিতর্ক করা যাবে বৈকি, কাজের কাজ কিছুই হবে না।

ভাষা হচ্ছে যোগাযোগের মাধ্যম। মানুষে মানুষে সম্পর্কের বহিঃপ্রকাশের মাধ্যম। তাই নিজের ভাষার পাশাপাশি আরও এমন একটি ভাষা শিখতে হবে যে ভাষায় মোটামুটি বিশ্বের সকল দেশের মানুষের সাথে যোগাযোগ করা যায়। সেই ভাষাটি নিঃসন্দেহে ইংরেজি। আজকে গ্লোবালাইজেশনের যুগে যখন সারা বিশ্ব একটি একক গ্রামে পরিণত হচ্ছে, বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে যোগাযোগ, আদান-প্রদান ও আন্তঃনির্ভরশীলতা ব্যাপক মাত্রায় বৃদ্ধি পাচ্ছে তখন যোগাযোগের একটি মোটামুটি সার্বজনীন মাধ্যমের উপর দখলটা জরুরি নয় কি?

এই কিছুদিন আগে পর্যন্ত সারাবিশ্ব দু'টি ভাবাদর্শের অধীনে ছিল। অনুন্নত দেশগুলোর খাবার, তাদের অভাব অভিযোগ জানাবার যেমনই হোক বিকল্প একটা জায়গা ছিল। আজকে পৃথিবী গণতান্ত্রিক পুঁজিবাদের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে। এই পুঁজিবাদের যুগে দু'ধরনের গ্লোবালাইজেশন হচ্ছে বলে আমার মনে হয়। সাংস্কৃতিক গ্লোবালাইজেশন আর অর্থনেতিক গ্লোবালাইজেশন। এ দু'টি আবার পরস্পর সম্পর্কিত। সাংস্কৃতিক গ্লোবালাইজেশনের ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখছে গণমাধ্যম-স্যাটেলাইট, ক্যাবল টেলিভিশন আর অর্থনৈতিক গ্লোবালাইজেশনের কাজটি করছে বিনিয়োগকারীরা। অনেকদিন ধরেই তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের একটি পরীক্ষিত পন্থা হিসেবে ধরা হয়েছে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকৃষ্ট করাকে। যে দেশ যতবেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট করতে পারছে তার উন্নয়নের সম্ভাবনা তত বেশি বলে মনে করা হচ্ছে। আমাদের অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রক্রিয়াটি এ থেকে ভিন্ন নয়। আমাদের সরকার প্রধান, নীতি নির্ধারক সবাই হন্যে হয়ে এই সোনার হরিণের পিছনেই ছুটছেন বা ছুটার ভান করছেন। নিজস্ব সম্পদ ও নিজস্ব পদ্ধতিতে যে উন্নয়নের চিন্তা-ভাবনা করা যায় এটি ভুলেই গেছেন। আর আমাদের তেল, গ্যাস রিজার্ভের খবরটি জানাজানি হয়ে যাওয়ার পর থেকে যেভাবে বিদেশী তেল গ্যাস কোম্পানিগুলো আসছে সেভাবে যদি অন্যান্য বিনিয়োগকারীরাও আসতে শুরু করে তাহলে আমাদের সমাজে একটা পরিবর্তন আসবে। কিছু চাকরির ক্ষেত্র তৈরি হবে। এ সমস্ত ক্ষেত্রে ইংরেজি জানা ছাড়া যুবকদের ভাল চাকরি হবে বলে মনে হয় না।

সাম্প্রতিককালে দেশে সরকারি চাকরি বলতে চোখে পড়ার মত বা নিয়মিত নিয়োগ হচ্ছে এ ধরনের চাকরি হচ্ছে সিভিল সার্ভিস। এছাড়া আর যা চাকরি আছে তার সবই প্রায় ব্যক্তিগত মালিকানায়। আর ব্যক্তিগত মালিকানার চাকরির ক্ষেত্রে চাকরিদাতারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরেজি জানা ছেলেমেয়েদের প্রাধান্য দেয়। ব্যক্তিগত মালিকানায় যে প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যবসা বাণিজ্যের কারণে বিদেশের সাথে সম্পর্কিত তাদের যোগাযোগের মাত্রাটা বেশি। তাই সহজে একটা চাকরি পাবার জন্য সহায়ক হিসেবে কাজ করতে পারে ইংরেজির দক্ষতা। সাম্প্রতিককালে আমাদের সমাজে একটি কথা প্রচলিত আছে যে চাকরি পেতে গেলে 'মামু'র জোর লাগে। আমার মনে হয় যার ইংরেজির জোর আছে তার বেলায় অন্তত এটি প্রযোজ্য নয়। তাই বলে দেশের সবাইকে ইংরেজি শিক্ষিত করে তুলতে হবে সেকথা আমি বলছি না। তবে যারা উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায় অতিক্রম করবে, উচ্চ শিক্ষা অর্জন করবে, তাদের বিদেশের সাথে যোগাযোগ করার দরকার হবে, তাদের ইংরেজি শেখা জরুরি। আর মাতৃভাষার উপর গুরুত্ব বজায় রেখেই এটি করা উচিত।

ছেলেমেয়েদেরকে যদি ইংরেজিতে মোটামুটি দক্ষ করে তুলতে হয় তাহলে আমাদের মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপরে জোর দিতে হবে। এ জন্য ইংরেজি পাঠ্যক্রমে ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। ইংরেজি সিলেবাসে দৈনন্দিন কার্যক্রম উপযোগী বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কেউ কেউ বলবেন সেভাবেই সিলেবাসটি করা হয়েছে। তাদের সাথে আমি একটু ভিন্নমত পোষণ করতে চাই এ কারণে যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় যে বিষয়গুলো রয়েছে প্রাত্যহিক জীবনের প্রয়োজনের সাথে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় আর আমাদের মত দেশে প্রায়োগিক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাটাই একটু বেশি। ইংরেজি পাঠ্যক্রমের বেলায়ও এটি সত্যি। এই বিসয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে একটি গিবেষণা পরিচালনা করলেই আমার বক্তব্যের সত্যতা প্রমাণিত হবে বলে আমার বিশ্বাস।

ইংরেজি শিখার ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদেরকে দক্ষ করে তুলতে মাধ্যমিক স্কুলগুলোর ইংরেজি শিক্ষার গুরুত্ব যেহেতু বেশি সেহেতু স্কুলগুলোতেও ভাল ইংরেজি শিক্ষিত শিক্ষকের দরকার। তাই প্রয়োজন হলে শিক্ষকদের এই বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কেননা বর্তমানে সাধারণ স্কুল-কলেজগুলোতে খুব ভাল শিক্ষিত ছেলেমেয়েরা শিক্ষক হিসেবে যোগ দেয় না বললেই চলে। মাধ্যমিক স্কুল পর্যায়ে ইংরেজি ভাষা শিক্ষা দেয়া ও শিক্ষা করা সংক্রান্ত ১৯৯০ সালের একটি জরিপে দেখা যায়, টিচার্স ট্রেনিং কলেজে প্রশিক্ষণ নিতে এসেছে এমন শিক্ষকদের অধিকাংশেরই অষ্টম শ্রেণীতে ইংরেজি শিক্ষা দেয়ার মত দক্ষতা নেই। অথচ তারাই দশম শ্রেণী পর্যন্ত ইংরেজি পড়াবেন। এই যখন অবস্থা তখন বিষয়টি ভেবে দেখা দরকার। শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থাই সমাজে সবচেয়ে নাজুক। শিক্ষাকে যদি জাতির মেরুদন্ড হিসেবে বিবেচনা করা হয় তবে শিক্ষকদের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের পদক্ষেপ নেয়াও জরুরি। আর এটাই ভাল ছেলেদের শিক্ষকতায় আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করছে এবং যারা এসেছে তাদের প্রাইভেট টিউশনি করতে বাধ্য করছে।

শফিউল আলম প্রভাষক, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতাবিভাগ, ঢাকাবিশ্ববিদ্যালয়।

স্যাজনক মৃত্যু

পটুয়াখালী থেকে নিজস্ব দাতা : শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে র দাসপাড়া গ্রামের নান্নু (১৮) হত্যা করেছে। নান্নুর পরিবার হত্যা করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। ই আগস্ট নান্নু তার নিজ বাড়ি াড়া গ্রাম থেকে একই থানার ামে বেড়াতে যায়। পরের দিন ন্নুর শ্বশুরবাড়ির লোকজন সে স্থ হয়ে পড়েছে বলে বাউফল স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে আসলে ক্তার তাকে মৃত বলে ঘোষণা কে নান্নুর পরিবারের লোকজন সপাতালে আসে এবং নান্নুকে হত্যা করেছে বলে অভিযোগ হাসপাতালের সামনেই নান্নুর ৪ জনকে বেদম মারধর করে করে। বাউফল থানায় মামলা হয়েছে।

চালান আটক

টগ্রাম থেকে নিজস্ব বার্তা : মিথ্যা ঘোষণা দিয়ে প্রায় ক টাকার ট্যাক্স ফাঁকি দেয়ার া চট্টগ্রাম শুল্ক কর্তৃপক্ষ গত ট্টগ্রাম বন্দর ইয়ার্ডে ৩৮৪৬ টারের একটি চালান আটক কার এস, টি এন্টারপ্রাইজের । এই আমদানি চালানটি দিন চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছে। একটি বিভাগীয় মামলা রুজু হ। ঘটনা তদন্তের জন্য একটি ন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।

বৃষ্টি এলে ছুটি

কে নিজস্ব সংবাদদাতা : লাকার আউচপাড়া সরকারি ক বিদ্যালয়ে এখন ক্লাস হয় স্থার উপর নির্ভর করে। বৃষ্টি ার আকাশ পরিষ্কার থাকলে ছাত্রীরা লেখাপড়া করে খোলা নিচে। বিদ্যালয় ভবন অনেক ীর্ণ হয়ে পড়লে তা পরিত্যক্ত া হয়। এখনো ভবন তৈরি বা সংস্কার হয়নি।

ধান শিক্ষকের অফিসে তালা

(চুয়াডাঙ্গা) থেকে নিজস্ব : দামুড়হুদা থানার নাটুদহ ক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিভিন্ন অনিয়মতান্ত্রিক লাপের প্রতিবাদে অভিভাবক, ও গ্রামবাসীরা প্রধান শিক্ষকের া ঝুলিয়ে দিয়েছে। গত ২০শে থেকে প্রধান শিক্ষকের অফিস াবদ্ধ রয়েছে। এতে বিদ্যালয়ের নিক কাজকর্ম ও ছাত্রছাত্রীদের শোনা মারাত্মক বিঘ্নিত হচ্ছে। ক্ষী ও সুধীজনদের এক সভায় ীন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক